স্ট্রবেরী উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল

ভুমিকাঃ

স্ট্রবেরী (Fragaria ananasa) Rosaceae পরিবারভূক্ত একটি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। মৃদু শীতপ্রধান দেশে এটি স্বল্পমেয়াদী ফল হিসেবে চাষ হয়। আকর্ষণীয় বর্ণ, গন্ধ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরী বিশেষভাবে সমাদৃত। এতে প্রচুর ভিটামিন 'সি' ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। ফল হিসেবে সরাসরি খাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ বৃদ্ধিতেও ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ফল বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টার দরুন উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলে চাষোপযোগী স্ট্রবেরীর জাত উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ হচ্ছে। স্বল্প খরচে এর চাষ করা যায় এবং এটি অত্যান্ত দামী ফল বিধায় এর চাষ খুবই লাভজনক। গুল্মজাতীয় এ ফলটির গাছ খুব ছোট বিধায় টব, বাড়ির ছাদ বা বারান্দায় স্ট্রবেরী উৎপাদন সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) দীর্ঘ দিন যাবত স্ট্রবেরীর নানা দিক নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ করার উপযোগী বারি স্ট্রবেরী-১ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে।

বারি স্ট্রবেরী-১ এর বৈশিষ্ট্যঃ

বারি স্ট্রবেরী-১ বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৩০ সেঃমিঃ এবং বিস্তৃর ৪৫-৫০ সেঃমিঃ। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছ প্রতি গড়ে ৩২ টি ফল ধরে যার মোট ওজন ৪৫০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন। হৃৎপিন্ডাকৃতির ফল ছোট থেকে মধ্যম আকারের (১৪ গ্রাম) পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)। জাতটি পর্যাপ্ত চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশবিস্তার সহজ।

চাষাবাদ পদ্ধতিঃ

স্ট্রবেরী মূলতঃ মৃদু শীত প্রধান অঞ্চলের ফসল। কিন্তু গ্রীষ্মায়িত জাত কিছুটা উচ্চতাপ সহিষ্ণু। দিন ও রাতে যথাক্রমে ২০-২৬° ও ১২-১৬° সেঃ তাপমাত্রা গ্রীষ্মায়িত জাত সমূহের জন্য প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। বৃষ্টির পানি জমে না এ ধরনের উর্বর দো-আঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি স্ট্রবেরী চাষের জন্য উত্তম। স্ট্রবেরী রানারের মাধামে বংশ বিস্তার করে থাকে। বংশ বিস্তারের জন্য রানার থেকে উৎপাদিত চারা ৫০ ভাগ গোবর ও ৫০ ভাগ পলিমাটিযুক্ত পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হবে এবং তা হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারীতে সংক্ষরণ করতে হবে। ভারী বর্ষণে চারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এজন্য বর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হলে স্ট্রবেরীর ফলন ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই জাতের ফলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য টিস্যু কালচারের মাধামে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা উত্তম।

স্ট্রবেরী উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগঃ

স্ট্রবেরী উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছা অপসারন করে উত্তমরুপে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপনের জন্য ১ মিটার প্রশস্ত ও ১৫-২০ সেঃমিঃ উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৫০ সেঃমিঃ নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৬০ সেঃমিঃ দূরত্বে দুই সারিতে ৫০ সেঃ মিঃ দূরে দূরে চারা রোপন করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য সেপ্টেম্বর মধ্য অক্টোবর) স্ট্রবেরী রোপনের উপযুক্ত সময়। স্ট্রবেরী চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি ৩০ টন পঁচা গোবর, ২৫০ কেজি ইউরিয়া, ২৫০ কেজি টিএসপি ও ২০০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি ও অর্ধেক এমপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমপি সার চারা রোপনের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন পরপর ৪-৫ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যাঃ

শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনমত পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরী জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফল যাতে মাটির সংস্পর্শে এসে পচে না যায় সেজন্য চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর স্ট্রবেরীর বেড খড় বা কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে উই পোকার আক্রমন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়। রানার সমূহ ১০/১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার কেটে না ফেললে গাছের ফুল ও ফল উৎপাদন হ্রাস পায়।

বারি স্ট্রবেরী-১ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম। কোন কোন সময় পাতায় দাগপড়া রোগ পরিলক্ষিত হয়। রিডোমিল গোল্ড নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়। পাখি বিশেষ করে বুলবুলি স্ট্রবেরীর সবচেয়ে বড় শত্রু। ফল আসার পর সম্পূর্ণ বেড জাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে যাতে পাখি ফল খেতে না পারে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরীর সংরক্ষণ কাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর পর তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে। বড় বড় শহরে এ ফলটির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। স্ট্রবেরীর ফল নরম হওয়ার তা সংরক্ষণ করা যায় না এবং পরিবহনকালে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য এর বাণিজ্যিক চাষ বড় বড় শহরের কাছাকাছি হওয়াই ভাল

আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

স্কয়ার এগ্রো বায়োটেক এণ্ড প্রসেজিং

বাসা: ১৮, রোড: ১৩, সেক্টর: ৭, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০, ফোন: ০১৭১৩০৬৭৩৬৬, ০১৭১৭-৮৩১৫৩০, চয: ০১৭২০০৬৭৭৮২

অথবা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য:

মোঃ আব্দুর রশিদ সিকদার, পরিচালক, আরব, ফোনঃ ০১৫৫২৩৫০২৭৮, ০১১৯৯০২৩৪৯৯ ইমেইল: director-arab@arab-bd.org